অন্নংভট্ট প্রদত্ত অপ্রমার লক্ষণ। সংশয় কি এক প্রকার অপ্রমা ?

তর্কসংগ্রহকার অন্নংভট্টের মতে, স্মৃতি ও অনুভব ভেদে বুদ্ধি বা জ্ঞান দু-প্রকার। তিনি অনুভবকে আবার যথার্থ ও অযথার্থ ভেদে দু-ভাগে ভাগ করেছেন। যথার্থ অনুভবের লক্ষণ দিতে গিয়ে তিনি তর্কসংগ্রহ গ্রন্থে বলেন, ‘‘তদ্‌বতি তৎপ্রকারকঃ অনুভবঃ যথার্থঃ’’ অর্থাৎ যে পদার্থটি যে ধর্মবিশিষ্ট সেই পদার্থে যদি সেই ধর্মবিশিষ্টের (প্রকারের) অনুভব হয়, তা যথার্থ। এই যথার্থ অনুভবের পারিভাষিক নাম প্রমা। অন্নংভট্ট পরে আবার তর্কসংগ্রহ গ্রন্থে অযথার্থ অনুভবের লক্ষণ দিতে গিয়ে বলেছেন, ‘‘তদ্ অভাববতি তৎপ্রকারকঃ অনুভবঃ অযথার্থঃ’’ অর্থাৎ যে পদার্থে যে ধর্মের অভাব আছে, তাকে যদি সে ধর্ম বিশিষ্ট বলে জানা যায়, তবে ঐ অনুভবকে বলে অযথার্থ অনুভব। এই অযথার্থ অনুভবের পারিভাষিক নাম অপ্রমা।

এলন আমরা অপ্রমার লক্ষণটিকে বিশ্লেষণ করে দেখতে পারি। ‘তদ্ অভাবতি তৎ প্রকারকঃ’ অর্থাৎ যেখানে প্রকারতা বিশিষ্ট ধর্মটি থাকে না, সেখানে যদি তৎপ্রকারক অনুভব হয়, তাহলে তা অযথার্থ অনুভব। যেমন ঈষৎ অন্ধকারাবৃত স্থানে পতিত রজ্জুতে চক্ষু সন্নিকর্ষ হলে ‘অয়ং সর্প’ এরূপ অনুভব হয়। এরূপ অনুভবকে অযথার্থ অনুভব বলে। এই অনুভবে সর্পত্ব ধর্মটি প্রকারতা বিশিষ্ট এবং ইহাই ‘তৎ’ পদের দ্বারা লক্ষণোক্ত প্রকার শব্দের অর্থ বুঝতে হবে। সর্পত্বের অভাবের অধিকরণ রজ্জুতে সর্পত্ব প্রকারক অনুভব হওয়ায় অযথার্থ অনুভবের লক্ষণ সমন্বয় হল।

কিন্তু অযথার্থ অনুভবের উক্ত লক্ষণে অন্নংভট্ট অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা করেছেন। সংযোগ নামক গুণটি যে অধিকরণে থাকে, তার অভাবও ঐ একই অধিকরণে থাকে, যেহেতু সংযোগ একটি অব্যাপ্যবৃত্তি গুণ। লেখনীর সহিত হস্তের সংযোগ হস্তে আছে। ঐ একই হস্তে আবার লেখনী সংযোগের অভাবও আছে। হস্তের তিনটি অঙ্গুলী লেখনীসংযোগবান্। আর বাকী দুটি অঙ্গুলী লেখনীসংযোগ অভাববান্। এই দুই প্রকার অনুভব হলেও উভয়ই যথার্থ অনুভব।

কিন্তু অযথার্থ অনুভবের যে লক্ষণটি করা হয়েছে, সেই লক্ষণটি উক্ত যথার্থ অনুভবে সমন্বয় হয়ে যায়। এখানে লেখনীসংযোগের অভাবের অধিকরণে লেখনীসংযোগ প্রকারক অনুভব হয়েছে। সুতরাং হস্তঃ লেখনীসংযোগবান্ - এই অনুভবটি অযথার্থ অনুভব হয়েছে। সুতরাং এখানে লক্ষণের অতিব্যাপ্তি দোষ হচ্ছে। এই দোষ নিবারণের জন্য অন্নংভট্ট তর্কদীপিকাতে বলেছেন, ‘‘যদবচ্ছেদেন যৎসম্বন্ধাভাবঃ তদবচ্ছেদেন তৎ সম্বন্ধজ্ঞানস্য বিবক্ষিতত্বাৎ’’ অর্থাৎ যে দেশে যার সম্বন্ধের অভাব থাকে, সেই দেশে তার সম্বন্ধের জ্ঞানই অযথার্থ শব্দের দ্বারা বুঝতে হবে। হস্তের যে অংশে লেখনীসংযোগের অভাব আছে, সেই অংশে বা দেশে যদি লেখনীসংযোগের জ্ঞান হতো তাহলে তা অযথার্থ হতো। কিন্তু সংযোগের অভাবের অধিকরণে সংযোগ প্রকারক জ্ঞান না হওয়ায় ঐ জ্ঞান অযথার্থ হবে না। সুতরাং অতিব্যাপ্তি দোষেরও আর আশঙ্কা থাকছে না।

খ) অন্নংভট্টের মতে অযথার্থ অনুভব তিন প্রকার। যথা ঃ সংশয়, বিপর্যয় ও তর্ক। এই প্রকারভেদ থেকে বোঝা যায় সংশয় এক প্রকার অপ্রমা। সংশয়ের লক্ষণ প্রসঙ্গে অন্নংভট্ট বলেছেন, ‘‘একস্মিন ধর্মিনি বিরুদ্ধ নানা ধর্ম বৈশিষ্ট্য জ্ঞানম্ সংশয়’’ অর্থাৎ একটি ধর্মীতে পরস্পর বিরুদ্ধ অনেক ধর্ম বৈশিষ্ট্যের জ্ঞানই সংশয়। যেমন ইহা বৃক্ষ অথবা পুরুষ।

সংশয়ের লক্ষণে ব্যবহৃত ‘‘একস্মিন’’, ‘‘বিরুদ্ধ’’ ও ‘‘নানা’’ এই তিনটি পদ ব্যবহারের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। যেমন লক্ষণে যদি ‘একস্মিন’ পদটি না থাকত তাহলে লক্ষণটি ‘অয়ং ঘট পট’ - এই সমূহালম্বন জ্ঞানে অতিব্যাপ্তি হবে। অর্থাৎ ঘট পট পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম বিশিষ্ট। কিন্তু তাতে সংশয় থাকে না। কেননা তারা দুটি পৃথক পৃথক বস্তু। সংশয় সর্বদা একই হবে।

আবার লক্ষণ থেকে ‘বিরুদ্ধ’ পদটি বাদ দিলে ‘‘ঘট একটি দ্রব্য’’ - এই জ্ঞানে অতিব্যাপ্তি হয়। তাৎপর্য এই যে, এখানে ঘট একটি দ্রব্য। এই জ্ঞানে ঘট বিশেষ্য এবং ঘটত্ব প্রকার। এই দুটি ধর্মের জ্ঞান একই বস্তু ঘটে হচ্ছে। কিন্তু এই দুটি ধর্ম পরস্পর বিরুদ্ধ নয়। কিন্তু সংশয়ে একই বস্তুতে পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্মের জ্ঞান হয়।

লক্ষণে ‘‘নানা’’ পদটি না থাকলে পটত্ব বিরুদ্ধ ঘটত্ব জ্ঞানে অতিব্যাপ্তি হবে। ঘটত্ব পটত্বের বিরোধী জ্ঞান। যাহাই পটত্বের বিরোধী তাহাই ঘটত্ব । সুতরাং একটাই জ্ঞান হল।। কিন্তু সংশয়ে একই বস্তুতে পরস্পর বিরোধী অনেক ধর্মের জ্ঞান হয়। তাই লক্ষণে ব্যবহৃত ‘‘নানা’’ পদটি অতিব্যাপ্তি দোষ নিবারক।

যে অধিকরণে বিরুদ্ধ ধর্ম সমূহের জ্ঞান হয়, সেই অধিকরণকে ধর্মী বলা হয়। আর একই সময়ে একই পদার্থের যে সকল ধর্ম থাকে না, সেই সকল ধর্মকে সেই পদার্থের বিরুদ্ধ ধর্ম বলা হয়। বিরুদ্ধ ধর্মের আর এক নাম কোটি। সংশয়ে সাধারণতঃ দুটি কোটি থাকে। প্রাচীনমতে সংশয়ের উদাহরণ হল - ''অয়ং স্থাণু বা পুরুষোবা''। এখানে স্থাণুত্ব একটি কোটি, আর পুরুষত্ব আর একটি কোটি। অবশ্য নব্য মতে, সংশয়ের আকার হবে, ''অয়ং স্থাণুর্নবা অয়ং পুরুষো নবা।'' এই উদাহরণে সম্মুখে কিছু দূরে অবস্থিত পদার্থকে অয়ং শব্দের দ্বারা বোঝানো হয়েছে। সেই পদার্থটি স্থাণুও হতে পারে, আবার পুরুষও হতে পারে। কিন্তু নিশ্চয় করে কিছু না জানার জন্যই সংশয় উপস্থিত হয়েছে। সংশয়ের অন্যতম কারণ হল স্থাণু ও পুরুষের স্থূলতা ও দীর্ঘতা। নিশ্চয় জ্ঞানের জন্য স্থাণুর বল্কল কোটরাদির ও হস্তপদাদি বিশেষের স্মরণ হয়।

সংশয় এক প্রকার অযথার্থ জ্ঞান বা অপ্রমা। বিষয় ব্যাভিচারী জ্ঞানই অযথার্থ জ্ঞান। জ্ঞান যে বিষয়টিকে প্রকাশ করে সেই বিষয়টি প্রাপ্ত না হলে তার যথার্থতা স্বীকৃত হয় না। আর প্রাপ্ত হলে তার যথার্থতা সিদ্ধ হয়।

কোন ধর্মীকে একই এময়ে একাধিক বিরুদ্ধ ধর্মের আশ্রয়রূপে জানাই হল সংশয়। যেহেতু একই বস্তুতে একইসঙ্গে একাধিক বিরুদ্ধ ধর্ম থাকতে পারে না, সেজন্যই এপ্রকার জ্ঞান অর্থাৎ সংশয় হল অযথার্থ অনুভব বা অপ্রমা। সংশয়ের ক্ষেত্রে, যে পদার্থে বা ধর্মীতে যে ধর্মের অভাব থাকে, সেই পদার্থকে সেই ধর্মবিশিষ্টরূপে জানার জন্য সংশয়কে অযথার্থ অনুভব বলে। কারণ অন্নংভট্ট বলেছেন, ‘তদভাবতি তৎপ্রকারকঃ অনুভবঃ অযথার্থঃ’।

অধ্যাপক বিবেকানন্দ সাউ
দর্শন বিভাগ
বিদ্যানগর কলেজ